দৈনিক
ইত্তেফাক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 JAN 2010
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ২

সরকারি শিক্ষাঋণ
একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ

সরকার দেশে প্রথমবারের ন্যায় শিক্ষাঋণ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। আজ ১৯ জানুয়ারি সচিবালয়ের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের বৈঠক শেষে ঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত ঘোষণা আসিতে পারে। প্রাথমিক পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করা মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীরাই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হইতে এই ঋণ পাইবে। তাহারা সাড়ে ৪ লক্ষ হইতে সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতহীন এই ঋণ লাভ করিতে পারিবে। এইজন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাইতে হইবে। শিক্ষা জীবনশেষে চাকুরী পাওয়ার পর ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইহা কিস্তির মাধ্যমেও পরিশোধযোগ্য। এই ঋণের বিপরীতে সুদের হার হইবে ৫ হইতে ৭ শতাংশ।

সরকারের বিনামূল্যে বই বিতরণ, বিভিন্ন উপবৃত্তি ও বেতন মওকুফের ন্যায় শিক্ষাঋণও একটি যুগান্তকারি পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হইবে। প্রাথমিক হইতে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা নানা ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা এমনিতেই পাইয়া থাকে। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষাঋণের বেলায় উচ্চ শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া যথার্থ হইয়াছে। মূলত, সফলভাবে অর্জিত উচ্চশিক্ষাই একজন দীন-দরিদ্র শিক্ষার্থীর জীবনের মোড় ঘুরাইয়া দিতে পারে। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা ভর্তি হইতে পারে না বা ভর্তি হইয়াও সঠিকভাবে লেখাপড়া অব্যাহত রাখিতে পারে না, তাহাদের অধিকাংশই গরীব ঘরের সন্তান। দেশে প্রতি বৎসর ৬ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। তন্মধ্যে ৫ লক্ষ পাস করিয়া থাকে এবং প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পায়। কিন্তু সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আসনসংখ্যা মাত্র ১৭ হাজার। ফলে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখোমুখি হইতে হয়। কিন্তু এখানকার পড়ালেখা ব্যয়বহুল বিধায় জিপিএ-৫ পাইয়াও অনেক দরিদ্র ঘরের ছেলে-মেয়ে শেষপর্যন্ত কোথাও ভর্তি হইতে পারে না। এই শিক্ষাঋণ তাহাদের আলোর পথ দেখাইবে এবং সামাজিক ক্ষমতায়নের যথেষ্ট সহায়ক হইবে।

উল্লেখ্য, সরকারি শিক্ষাঋণ নিয়া বিদেশেও লেখাপড়া করা যাইবে। বিদেশ গমনেচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্যই সর্বোচ্চ ১৫ লক্ষ বা ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও অধিক অর্থ প্রদান করা হইবে। এখানেই শিক্ষাঋণের তহবিল নিয়া সবচাইতে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণের আশংকা থাকিয়া যায়। বিদেশ প্রবণতার ঝোঁক যেহেতু অত্যধিক, অই ধনী ঘরের সন্তানও গরীব সাজিয়া এই ঋণ সুবিধা অন্যায়ভাবে ভোগ করিতে পারে। তাহাছাড়া ইহার মাধ্যমে কমবেশি সকল দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর বিদেশমুখিতা বৃদ্ধি পাইবে, যাহা দেশে মেধা সংকটকে আরও বাড়াইয়া তুলিতে পারে। তাই এই বিষয়টি আপাতত পুনর্বিবেচনার দাবি রাখে। কেননা এই দেশেই এখন অনেক উন্নতমানের প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রযাত্রা শুরু হইয়াছে। তাহাছাড়া শিক্ষাঋণ যাহাতে সত্যিকারের অভাবী ও মেধাবী শিক্ষার্থী পায়, সেই ব্যাপারে সবচাইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

শিক্ষাঋণ সুবিধা বিশ্বের বহু দেশেই রহিয়াছে। এমনকি অনেক উন্নত দেশে শিক্ষা সমাপনান্তে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানে কিছুদিন কাজ করিয়া ধার উসুল করারও বন্দোবস্ত আছে। এই ঋণ জামানত ও সুদবিহীন হওয়াটাই সর্বোত্তম। তবে সরকারের এই নূতন পথ চলার সফলতার উপরই নির্ভর করিবে পরবর্তী সিদ্ধান্ত। আমাদের দেশে যতদূর জানা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক সর্বপ্রথম শিক্ষাঋণ কর্মসূচি চালু করে। ইহার পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্য নানা বৃত্তির ব্যবস্থা রাখিয়াছে। নিঃসন্দেহে ইহাও ইতিবাচক ও প্রশংসনীয় একটি দিক। এইভাবে বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও করপোরেট প্রতিষ্ঠানগুলি যতই সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় দিবে, ততই দেশ ও জাতি উপকৃত হইবে। মেধার লালন ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির পথ সুগম হইবে। ব্যবসা-বাণিজ্য জগতে এই ধরনের একটি ফান্ড গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। পরবর্তীতে ও পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে এ গ্রেড ও বি গ্রেড প্রাপ্ত দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাঋণের আওতায় আনা যায় কি না তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আর কেহ যদি শিক্ষাঋণ পাইয়াও খারাপ রেজাল্ট করিতে থাকে কিংবা শেষাবধি কোন চাকুরী-বাকুরী জোগাড় করিতে না পারে, তবে তাহার কি গতি হইবে সে সম্পর্কেও পূর্ব হইতে দিক-নির্দেশনা থাকা উচিত। পরিশেষে এই ধরনের ঋণের সুদ যাহাতে চক্রবৃদ্ধি হারে হিসাব না করা হয়, সে ব্যাপারে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।